5538 - মাহরাম পুরুষ কারা; যাদের সামনে নারীর পর্দা করতে হয় না

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে সব পুরুষের সামনে নারীর পর্দা না-করা জায়েয তারা কারা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর পর্দা না করা জায়েয।

নারীর জন্য মাহরাম হচ্ছে ঐসব পুরুষ যাদের সাথে উক্ত নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে হারাম; সেটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারণে। যেমন পিতা, যত উপরের স্তরে হোক না কেন। সন্তান, যত নীচের স্তরের হোক না কেন। চাচাগণ। মামাগণ। ভাই। ভাই এর ছেলে। বোনের ছেলে।

কিংবা দুধ পানের কারণে। যেমন- নারীর দুধ ভাই। দুধ-মা এর স্বামী।

কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে। যেমন- মা এর স্বামী। স্বামীর পিতা, যত উপরের স্তরের হোক না কেন। স্বামীর সন্তান, যত নীচের স্তরের হোক না কেন।

নীচে বিস্তারিতভাবে মোহরেমের পরিচয় তুলে ধরা হল:

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে যারা মাহরাম তাদের কথা সূরা নূর এ আল্লাহ্‌র এ বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে: “তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়াস্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে...।[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] তাফসিরকারকগণ বলেন: নারীর রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষগণ হচ্ছেন- এ আয়াতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা এ আয়াতে যাদের ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে; তারা হচ্ছে-

এক: পিতাগণ। অর্থাৎ নারীর পিতাগণ, যত উপরের স্তরের হোক না কেন। সেটা বাপের দিক থেকে হোক কিংবা মায়ের দিক থেকে হোক। অর্থাৎ পিতাদের পিতারা হোক, কিংবা মাতাদের পিতারা হোক। তবে, স্বামীদের পিতাগণ বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে মাহরাম হবে, এ ব্যাপারে একটু পরে আলোচনা করা হবে।

দুই: ছলেরো। অর্থাৎ নারীর ছলেরো। এদরে মধ্যে সন্তানরে সন্তানরো অন্তর্ভুক্ত হবে, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে, সটো ছলেরে দকি থকে হোক, কংিবা ময়েরে দকি থকে হোক। অর্থাৎ ছলেরে ছলেরো হোক কংিবা ময়েরে ছলেরো হোক। পক্ষান্তর,ে স্বামীর ছলেরো: আয়াতে তাদরেকে 'স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছলে' বলা হয়ছে; তারা ববৈাহকি সম্পর্করে কারণে মাহরাম হবে; রক্ত সম্পর্করে কারণে নয়। একটু পরইে আমরা সটো বর্ণনা করব।

তনি: নারীর ভাই। সহোদর ভাই হোক; কংিবা বমৈাত্রয়ে ভাই হোক; কংিবা বপৈত্রিীয় ভাই হোক।

চার: ভ্রাতৃপুত্রগণ; যত নীচরে স্তররে হোক না কনে, ছলেরে দকি থকে কংিবা ময়েরে দকি থকে। যমেন- বোনরে ময়েদেরে ছলেরো।

পাঁচ: চাচা ও মামা। এ দুই শ্রণেী রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হসিবেে মাহরাম। কন্িতু, উল্লখেতি আয়াতে তাদরেকে উল্লখে করা হয়নি। কনেনা তারা পতিামাতার মর্যাদায়। মানুষরে কাছওে তারা পতিামাতার পর্যায়ভুক্ত। চাচাকে কখনও কখনও পতিাও বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমরা কি উপস্থতি ছলি,ে যখন ইয়াকুবরে মৃত্যু নকিটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদরে বললঃ আমার পর তোমরা কার ইবাদত করব?ে তারা বলল,ে আমরা তোমার পতিৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকরে উপাস্যরে ইবাদত করব। তনিি একক উপাস্য।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৩৩] ইসমাঈল (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তানদরে চাচা ছলিনে। [তাফসরি আল-রাযি (২৩/২০৬), তাফসরি আল-কুরতুবী (১২/২৩২, ২৩৩), তাফসরি আল-আলুসি (১৮/১৪৩), ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসদি আল-কুরআন (৬/৩৫২)]

দুধ পানরে কারণে যারা মাহরাম:

নারীর মাহরাম কখনও দুধ পানরে কারণে সাব্যস্ত হতে পার।ে তাফসরি আলুসতিে এসছে,ে যে মোহরমেরে সামনে নারীর সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ সে মাহরাম রক্ত সম্পর্করে কারণে যমেন সাব্যস্ত হয় আবার দুধ পানরে কারণওে সাব্যস্ত হয়। তাই, নারীর জন্যে তার দুধ পতিা ও দুধ সন্তান এর সামনে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ।[তাফসরিে আলুসি (১৮/১৪৩)] কনেনা দুধ পান এর কারণে যারা মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মোহরমেরে ন্যায়; এদরে সাথে ববৈাহকি সম্পর্ক চরিতরে নষিদ্িধ। পূর্বোক্ত এই আয়াতটরি তাফসরি করাকালে ইমাম জাস্সাস এ দকিে ইশারা করে বলনে: "আল্লাহ্ তাআলা যখন পতিৃবর্গরে সাথে সসেব মাহরামদরেও উল্লখে করলনে যাদরে সাথে ববিাহ বন্ধন চরিতরে হারাম এতে করে এ প্রমাণ পাওয়া গলে য,ে মাহরাম হওয়ার ক্ষত্রেে যে তাদরে পর্যায়ে তার হুকুম তাদরে হুকুমরে মতই। যমেন- শাশুড়ি ও দুধ পান সম্পর্কীয় মাহরামবর্গ প্রমুখ।[আহকামুল কুরআন (৩/৩১৭)]

রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়: হাদিসে এসেছে, রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়। এ হাদিসের অর্থ হল, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যেমন কিছু লোক নারীর মাহরাম হয়; তেমনি দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণেও কিছু লোক নারীর মাহরাম হয়। সহিহ বুখারীতে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর আবু কুয়াইস এর ভাই আফলাহ একবার আয়েশা (রাঃ) এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল; তিনি হচ্ছেন- আয়েশা (রাঃ) এর দুধ চাচা। কিন্তু, আয়েশা (রাঃ) অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন তখন আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দেয়ার নির্দেশ দেন।[সহিহ বুখারী শরহে কুসতুল্লানিসহ ৯/১৫০; ইমাম মুসলিমও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সহিহ মুসলিমের ভাষায় “উরউয়া (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে জানিয়েছেন যে, একবার তার দুধ চাচা ‘আফলাহ’ তার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু, তিনি তাকে বারণ করলেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন: তার থেকে পর্দা করতে হবে না। কারণ রক্ত সম্পর্কের কারণে যে সব আত্মীয় মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কের কারণেও সেসব আত্মীয় মাহরাম হয়।[সহিহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবি ১০/২২]

নারীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয় রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মত:

ফিকাহবিদগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, দুগ্ধপানের কারণে যারা কোন নারীর মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মাহরামদের ন্যায়। তাই দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বৈধ; ঠিক যেভাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বৈধ। সে সব মোহরেমের জন্য উক্ত মহিলার ঐ সব অঙ্গ দেখা জায়েয আছে রক্ত সম্পর্কীয় মোহরেমের জন্য যা কিছু দেখা জায়েয আছে।

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা মাহরাম হয়:

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে সেসব পুরুষ মাহরাম হয় যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ। যেমন, বাপের স্ত্রী, ছেলের বউ, স্ত্রীর মা।[শারহুল মুন্তাহা ৩/৭]

অতএব, বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা মাহরাম হবে: পিতার স্ত্রীর ক্ষেত্রে সে হবে এ নারীর অন্য ঘরের সন্তান। সন্তানের স্ত্রী যেহেতু তিনি পিতা। স্ত্রীর মা, যেহেতু তিনি স্বামী। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল-নূর এ বলেন: “আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র... ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে”[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] শ্বশুর, স্বামীর পুত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মাহরাম। আল্লাহ্ তাআলা এ শ্রেণীকে নারীর নিজের পিতা ও পুত্রের

সাথে উল্লেখ করেছে এবং সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সমান বিধান দিয়েছেন।[আল-মুগনী (৬/৫৫৫)]